গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ২২ - ২৮ মার্চ ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সিএএ চালু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার নীতির পক্ষে হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, মুসলিম লিগ এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্লোগান অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সমর্থন ও মদত পেয়েছিল। এর ফলে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেরই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল ভয়াবহ উদ্বাস্তু সংকট। এই সমস্যার প্রেক্ষিতেই ভারতীয় জনগণের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন, ভারতে আসা সমস্ত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এটা ছিল জাতীয় অঙ্গীকার, যা কোনও পূর্বশর্ত বা বিধিনিষেধ ছাড়াই কার্যকর হওয়ার কথা। পরবর্তী সময়ে আসা নতুন উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন-১৯৫৫ এবং তার সাথে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত রীতি-নিয়ম অনুসরণ করে নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব।

বিজেপি সরকার এই পদ্ধতি গ্রহণ করার পরিবর্তে নতুন করে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন এনেছে। এই আইন আনার আগে তারা জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার কোনও চেষ্টাই করেনি, বরং সংসদের দুই কক্ষেই একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তা পাশ করিয়ে নিয়েছে। স্পষ্টতই এটা চরম অন্যায়। আরএসএস-বিজেপি জোট সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিকতাবাদী সঙ্কীর্ণ মনোভাব ফেনিয়ে তুলে জনগণের ঐক্য ভাঙার অশুভ মতলব থেকেই এই কাজ করেছে। জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে মানুষ যাতে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে তার জন্য জনগণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার হীন চেষ্টায় এই কাজ করছে বিজেপি সরকার।

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। কোনও মতেই ভুলে গেলে চলবে না, যে বদ মতলবে বিজেপি সরকার এনআরসি চালু করার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে এই সিএএ চালুর পদক্ষেপ তারই সঙ্গে যুক্ত। এটা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে নিজেদের হীন মতলব চরিতার্থ করতেই নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে বিজেপি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে

সাতের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদ ও সংগ্রামী বামপন্থার আদর্শ নিয়ে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

১৪ মার্চ কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

ভারতের জনগণ আর একটি পার্লামেন্ট নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছেন যে নির্বাচনে সরকার এবং বিভিন্ন দল কোটি কোটি টাকা খরচ করবে। যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, মার্ক্সবাদী হিসাবে আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের দ্বারা একটা বুর্জোয়া দলের পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া দল নির্বাচিত বা পুনর্নির্বাচিত হয় মাত্র। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তখন প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা নিয়ে যে সংসদীয় গণতন্ত্র এসেছিল এবং প্রথম যুগে তার যতটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল— আজ সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষটুকু টিকে আছে মাত্র। বাস্তবে আজ সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই নানা রূপে ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়েছে। 'বাই দ্য পিপল', 'ফর দ্য পিপল', 'অফ দ্য পিপল', 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা', বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম যুগের এই ঘোষণাগুলি আজ শুধু পাঠ্যপুস্তকেই আছে, বাস্তবে সেগুলি পদদলিত, কাদায় নিক্ষিপ্ত। এখানে জনগণের রায়ের নামে বাস্তবে পুঁজিপতিদের রায়ই কাজ করে। জনগণ নয়, নির্বাচনে কে জিতবে তা নির্ধারণ করে মানি পাওয়ার,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সারা দেশে ১৫১টি কেন্দ্রে প্রার্থী

তিনের পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত আছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

নির্বাচনী বন্ডের সীমাহীন দুর্নীতির পরেও কি এই সব দলকে ভোট দেবেন?

নরেন্দ্র মোদিজি দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাকি সারা দেশে চৌকিদারি করছেন? কথায় কথায় ইডি, সিবিআই বিরোধী নেতাদের বাড়িতে কড়া নাড়ছে। মানুষ এতদিন ভেবেছে এইবার দুর্নীতি দূর করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার! এখন দেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট, এই কড়া নাড়ার পিছনে আছে আরও বড় দুর্নীতির খেলা। হয় দল পাল্টে বিজেপির জামা গায়ে গলিয়ে নাও, না হয় কোটি কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনে শাসক দলের ফান্ড ভরাও। একমাত্র তা হলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা আর তোমায় দেখতে পাবে না! নির্বাচন কমিশন আগামী লোকসভা নির্বাচনে কালো টাকা আটকানোর জন্য এই ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরকেই দায়িত্ব দিয়েছে নজরদারির। কিন্তু যে হাজার হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যে ঢুকে বসে আছে কেন্দ্রের এবং নানা রাজ্যের শাসক দলগুলির তহবিলে, তার দাতা কারা, উৎস কী— এ সব হিসাব কে নেবে? দলগুলির বিরুদ্ধেই বা কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কার? কেন্দ্রীয় সরকারের তো! অথচ তার নির্দেশেই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্বাচনী বন্ডের তথ্য সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছিল। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসবিআই-এর দেওয়া তথ্য নির্বাচন কমিশনের হাত ঘুরে প্রকাশিত হলেও দেখা গেল, কোন দল কোন পুঁজিপতির থেকে টাকা নিয়েছে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির কিসান-মজদুর মহাপঞ্চায়েত থেকে

বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার ডাক

এমএসপি সহ নানা দাবিতে ১৪ মার্চ দিল্লির সুবিশাল কিসান-মজদুর মহাপঞ্চায়েতে বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান (ছবি)। উপস্থিত ছিলেন এআইকেকেএমএসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ সহ সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

নির্বাচনী বন্ড

একের পাতার পর

সেই আসল তথ্যটাই গোপন রাখা হল। ঠিক এটাই তো চেয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার! নির্বাচনী বন্ড তারা চালুই করেছিল এই তথ্যটা গোপন রাখতে। কিছু দল কাদের থেকে টাকা পেয়েছে তা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি যারা পেয়েছে সেই বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস তা জানায়নি।

দেখা যাচ্ছে বন্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি চাঁদা (১৩৬৮ কোটি টাকা) দিয়েছে লটারি কোম্পানির মালিক, বহু কেলেঙ্কারিতে যুক্ত সান্টিয়াগো মার্টিনের মালিকানাধীন ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিস। এ ছাড়া আছে সীমান্তে সড়ক এবং পরিকাঠামো তৈরির বিপুল টাকার বরাত পাওয়া মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং (৯৮০ কোটি টাকা), কোভিডের ভ্যাক্সিন বিক্রির একচেটিয়া বরাত পাওয়া সিরাম

২০১৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রুডেন্ট তহবিল থেকে বিজেপি ২,২৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ফিউচার গেমিং ২০২১-এ ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে বিজেপিকে। মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং ২০২২-এ ৭৫ কোটি টাকা দিয়েছে তেলেঙ্গানার শাসক দল বিআরএস- কে, প্রুডেন্টের মাধ্যমে সিরাম ইনস্টিটিউট ২০২২-এর আগস্টে ৫০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বিজেপিকে দিয়েছে, মিত্তলদের নানা কোম্পানি, ভারতী এয়ারটেল, হলদিয়া এনার্জি, গোয়েঙ্কাদের ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, ডিএলএফ, জিএমআর ইত্যাদিরা ৫০ থেকে ২০ কোটি টাকা সাম্প্রতিক কালে প্রুডেন্টের মাধ্যমে ঢেলেছে বিজেপির তহবিলে।

ইনস্টিটিউট, মিত্তল গোষ্ঠী, ভারতী এয়ারটেল, সিইএসসি-র মালিকানাধীন হলদিয়া এনার্জি ইত্যাদি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল বেশ কিছু কোম্পানি নির্বাচনী বন্ড কিনে যে পরিমাণ চাঁদা দিয়েছে তা তার মোট মুনাফার থেকে অনেক গুণ বেশি। ছোট ছোট কোম্পানি, যাদের অনেকগুলিই হল শেল কোম্পানি বা ভুয়ো কোম্পানি, তারা বিপুল পরিমাণ চাঁদা দিয়েছে। এই সব কোম্পানি

কারা দিয়েছে টাকা

ইডি, সিবিআই, আয়কর হানার পরে নির্বাচনী বন্ডে চাঁদা দিয়েছে ফিউচার গেমিং, ডিএলএফ, ডিভি'স ল্যাব, নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনাইটেড ফসফরাস, আইএফবি অ্যাগ্রো, যশোদা হসপিটালস, হেটেরো ড্রাগস অ্যান্ড হেটেরো ল্যাবস, হলদিয়া এনার্জি, চেন্নাই গ্রিনউডস, হিরো মোটো, জিন্দাল স্টিল, মাইক্রো ল্যাব, এনসিসি, কল্পতরু প্রোজেক্ট, ডক্টর রেড্ডি'স ল্যাব, অরবিন্দ ফার্মা, শিরডি সাই ইলেকট্রিক্যাল।

এ ছাড়াও বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা দেওয়ার পরে সরকারি বরাত ও সুবিধা পেয়েছে মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরাম ইনস্টিটিউট, বেদান্ত, টরেন্ট পাওয়ার, আইআরবি ইনফ্রা, অ্যাপকো ইনফ্রা, ব্রাইট স্টার ইনভেস্টমেন্ট, ওয়াল্ডার সিমেন্ট, মিত্তাল গ্রুপের মতো বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠী।

আসলে কোনও বড় শিল্পপতির মুখোশ। একচেটিয়া পুঁজির মালিক ধনকুবেররা এই সব কোম্পানির মুখোশের আড়ালে বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের তহবিলে টাকা ঢেলেছে। ফিউচার গেমিং গোষ্ঠী তার মুনাফার ৬ গুণ বেশি টাকা বন্ডে ঢেলেছে, কুইক সাপ্লাই চেন (এদের সাথে রিলায়েন্সের যোগাযোগ আছে বলে শোনা যায়) যা চাঁদা দিয়েছে তা তাদের মুনাফার ৩ গুণ বেশি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬-০৩-২৪ ও দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫-০৩-২৪)।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ২০১৩-তে চালু করেছিল 'নির্বাচনী তহবিল' ব্যবস্থা। বলা হয়েছিল, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক দলকে সরাসরি চাঁদা দেবে না। তারা নির্বাচনী তহবিল ট্রাস্ট কোম্পানিকে টাকা দিয়ে পছন্দের দলের নাম জানিয়ে দেবে। তহবিল ম্যানেজমেন্ট তা রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠিয়ে দেবে। এই রকম একটা তহবিল 'প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট'।

বলা হয়েছিল কোন শিল্পপতি কোন দলকে টাকা দিয়েছে তা গোপন থাকায় সরকারের নীতিতে শিল্পপতিরা প্রভাব ফেলতে পারবে না। চাঁদার বিনিময়ে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়াও বন্ধ হবে। সরকারে বসে বিজেপি এই তহবিলের সমালোচনা করে আরও স্বচ্ছতার দাবি করে ২০১৭-১৮-তে চালু করেছিল 'নির্বাচনী বন্ড'। এতে এসবিআই থেকে এক হাজার থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত নানা মূল্যের বন্ড কিনে পুঁজিপতিরা তা রাজনৈতিক দলকে দেবে। এই ব্যবস্থায় গোপনীয়তার আঁটঘাট আরও জোরদার হয়েছে। কোন দল কার কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছে এই ব্যবস্থায় তা পুরো গোপন থাকে। বিজেপি বলেছিল নির্বাচনী বন্ডের ফলে সুযোগ নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলকে টাকা দেওয়া বন্ধ হবে।

বাস্তবটা কি তাই? পুঁজিপতিরা রাজনৈতিক দলকে টাকা দেয় কেন? সরকারের কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায় করা, সরকারি নীতি নিজেদের স্বার্থে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্য না থাকলে তারা এক পয়সাও দেবে? তারা বিরোধী দলগুলিকেও টাকা দেয় যাতে সরকারের গদিতে থাকা দল

২০২৪-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজেপি পেয়েছে ৮৪৫১ কোটি, কংগ্রেস ১৯৫১ কোটি, তৃণমূল কংগ্রেস ১৭০৮ কোটি, ভারত রাষ্ট্র সমিতি ১৪০৭ কোটি, বিজু জনতা দল ১০১০ কোটি।
(সূত্র ঃ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৮ মার্চ '২৪)

ভোটে হেরে গেলে পরবর্তীকালে যারা আসবে, তারাও কেনা হয়ে থাকে। আরও কিছু উদ্দেশ্য থাকে, প্রথমত, সাধারণ মানুষের চোখে পুঁজিবাদের নির্মম শোষণকে একটু সহনীয় করে দেখাতে গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রাখা তাদের দরকার। এ জন্য বিরোধী পক্ষকেও বাঁচিয়ে রাখা পুঁজিপতিদেরই প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নানা পুঁজিপতি গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের উমেদারির জন্য সংসদীয় দলগুলিকে নিয়োগ করে। রাজ্যে বা কেন্দ্রে এই উমেদারির মজুরি হিসাবে কোটি কোটি টাকা এইসব দলের তহবিলে ঢালে পুঁজিপতিরা। এটাও তাদের ব্যসায়িক লগ্নি ছাড়া কিছু নয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও বলেছে নির্বাচনী বন্ড হল কিছুর বিনিময়ে কিছু পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

এস ইউ সি আই (সি) সেই স্বাধীনতার পর থেকেই বলে আসছে, বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে পুঁজিপতি শ্রেণি। তারাই ঠিক করে কোন দলকে ক্ষমতায় বসাবে, কাকে বিরোধী আসনে রাখবে। সেই অনুসারে টাকা-প্রশাসনিক ব্যাকিং-প্রচারমাধ্যম-পেশিশক্তি কার পক্ষে কাজ করবে তা নির্ধারিত হয়। সে জন্য এই ব্যবস্থায় ভোট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনমতের সঠিক প্রতিফলন নয়।

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য এবং এআইকেকেএমএস-এর পূর্বতন জেলা সভাপতি কমরেড মন্মথ দাস ২ মার্চ সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তাঁকে প্রথমে মেছেদা পপুলার নার্সিংহোমে এবং তারপর ওই দিনই সঙ্কটজনক অবস্থায় ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা চলাকালীন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রসাদ কৃষ্ণনকে দেখানো ও পরামর্শ নেওয়া হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ৮ মার্চ ওই হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কর্মী-সমর্থক-দরদি সহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ৯ মার্চ সকালে কমরেড মন্মথ দাসের মরদেহ মেছেদায় পার্টির জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরার পক্ষে মাল্যদান করা হয়। এর পরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলার শতাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক সহ বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন সংগঠন, বিশিষ্ট মানুষজন সহ দোকানদার ও শ্রমজীবী জনগণ। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কর্মক্ষেত্র রামতারক ও নোনাকুড়িতে। সেখানে অগণিত মানুষ চোখের জলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বহু মানুষ রামতারক থেকে নোনাকুড়ি পার্টি অফিস পর্যন্ত শোকযাত্রায় অংশ নেন। রাস্তায় শোকযাত্রা থামিয়ে বহু সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর মরদেহ তমলুক পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শহর পরিক্রমা করে তমলুক শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড মন্মথ দাস হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। অল্প বয়সে রোজগারের জন্য কাজের খোঁজে হুগলির ভদ্রেশ্বরে চলে যান। ১৯৭১ সালে কমরেড আশুতোষ সামন্ত ও কমরেড ফণি জানার মাধ্যমে তিনি দলে যুক্ত হন। তখন অবিভক্ত জেলার সর্বত্র সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সেই সময়েই কমরেড প্রভাস ঘোষের সান্নিধ্যে এসে তিনি মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন এবং সংগঠক হিসাবে গড়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে নোনাকুড়ি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে রামতারক এলাকার বল্লুক-২ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী নাইকুড়ি ব্লকের চার পাঁচটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় পড়ে থেকে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দিনরাত কাজ করে যান। কয়েকটি গ্রামে মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটান। তিনি রামতারক লোকাল কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন। ওই সব এলাকায় পার্টির গণভিত্তি গড়ে তোলেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলের সাথে তিনি অবলীলায় মিশতে পারতেন। তত্ত্ব ও আদর্শের কঠিন কথাকে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতেন ও পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত করতেন। আদর্শগত চর্চায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল বরাবরই। তিনি পার্টির সমস্ত কাজ নিয়ে জনগণের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, হাজার হাজার পরিবার তাঁকে নিজেদের পরিবারের লোক বলেই মনে করতেন। কমরেড মন্মথ দাস শিশু-কিশোর ও কর্মী-সমর্থকদের সন্তানদের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশতেন, মজা করতেন, পার্টির শিক্ষানুযায়ী নীতিনৈতিকতার কথা বলতেন, যা খুবই শিক্ষণীয়।

পানচাষিদের স্বার্থে আন্দোলন, খাল সংস্কার, তাঁতশিল্পীদের সমস্যা, বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সহ এলাকার বিভিন্ন আন্দোলনে সর্ব ক্ষেত্রে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ ছাড়াও নারী নির্যাতন ও মদবিরোধী আন্দোলন এমন জোরালো ভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে প্রশাসন সার্বিক আক্রমণ নামিয়ে আনে। শারীরিক অক্ষমতার জন্য কয়েক বছর আগে যখন তাঁকে মেছেদায় বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেখানে থেকেই তিনি আশেপাশের মানুষের সাথে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছেন। অসুস্থতা কোনও ভাবেই তাঁকে কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। নেতা-কর্মীদের কাছে কখনও দুঃখ ব্যথা আঘাত পেলেও বা শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে কিছু সময় একটু কষ্ট পেলেও পরমুহূর্তে নিজেই তা কাটিয়ে কাজে ডুবে যেতে পারতেন। কোনও সমস্যাই তাঁর হাসিকে ম্লান করতে পারেনি। বয়সজনিত শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও ক্রাচ নিয়ে দলীয় কাজ, বিশেষ করে গণদাবী বিক্রি, অর্থ সংগ্রহ ও বাড়ি বাড়ি যোগাযোগ করা, আন্দোলনের কর্মসূচিতে মানুষকে যুক্ত করার কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল গণআন্দোলনের একজন নেতাকে। ১৬ মার্চ মেছেদায় বিদ্যাসাগর হলে তাঁর স্মরণে সভায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

কমরেড মন্মথ দাস লাল সেলাম

লোকসভায় ১৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একক শক্তিতে ১৫১টি আসনে লড়ছে

● বিহার ঃ ৪০/১৭

১) ঝঞ্ঝরপুর ঃ বিজয় কুমার মণ্ডল
২) মাধেপুরা ঃ জওহরলাল জয়সওয়াল
৩) দারভাঙা ঃ সুরেন্দ্র দয়াল সুমন
৪) মুজফফরপুর ঃ অরবিন্দ কুমার
৫) বৈশালী ঃ নরেশ রাম
৬) হাজিপুর ঃ রাজেশ কুমার রওশন
৭) উজিয়ারপুর ঃ রাম পুকার রাই
৮) বেগুসরাই ঃ রাম উদগর
৯) ভাগলপুর ঃ দীপক মণ্ডল
১০) বাঁকা ঃ কবীন্দ্র পণ্ডিত
১১) মুঙ্গের ঃ রবীন্দ্র মণ্ডল
১২) পাটনা সাহিব-১ঃ সরোজ কুমার সুমন
১৩) পাটলিপুত্র ঃ অনিল কুমার চন্দ
১৪) আরা ঃ ধরমাত্মা শর্মা
১৫) কারাকাট ঃ প্রয়াগ পাসওয়ান
১৬) জাহানাবাদ ঃ উমাশঙ্কর বর্মা
১৭) জামুই ঃ সন্তোষ দাস

● ওড়িশা ঃ ২১/১৬

১) সুন্দরগড় ঃ জাসটিন লুগুন
২) সম্বলপুর ঃ নবকিশোর প্রধান
৩) কেওনঝড় ঃ হরিহর মুণ্ডা
৪) ময়ুরভঞ্জ ঃ পীতবাস নায়েক
৫) ভদ্রক ঃ কীর্তন মল্লিক
৬) জাজপুর ঃ সুভাষ মল্লিক
৭) ঢেঙ্কানল ঃ মানসি সোয়াইন
৮) বোলাঙ্গির ঃ সুনীল ভোই
৯) নবরঙ্গপুর ঃ ত্রিনাথ মুণ্ডাগুড়িয়া
১০) কটক ঃ রাজকিশোর মল্লিক
১১) কেন্দ্রাপাড়া ঃ সৌহার্দ্য সামল
১২) জগতসিংপুর ঃ মহেশ্বর দাস
১৩) পুরী ঃ সুভাষচন্দ্র ভোই
১৪) আস্কা ঃ পাপুন সাহু
১৫) বেরহামপুর ঃ সোমনাথ বেহেরা
১৬) কোরাপুট ঃ প্রমীলা পূজারি

● আসাম ঃ ১৪/৬

১) ধুবড়ি ঃ সুরতজামান মণ্ডল
২) বরপেটা ঃ চিত্রলেখা দাস
৩) দরং-ওদালগুড়ি ঃ জিতেন চালিহা
৪) করিমগঞ্জ ঃ প্রোজ্জ্বল দেব
৫) শিলচর ঃ প্রভাস সরকার
৬) লখিমপুর ঃ পল্লব পেগু

● কর্ণাটক ঃ ২৮/১৯

১) বেলাগাভি ঃ লক্ষ্মণ জদাগন্নানভর
২) বাগলকোট ঃ মল্লিকার্জুন তলওয়ার এইচটি
৩) বিজাপুর ঃ নাগজ্যোতি
৪) কলাবুরগি ঃ এস এম শর্মা
৫) রায়চুর ঃ রামালিঙ্গাপ্পা
৬) কোপ্পাল ঃ শারানু গড্ডি
৭) বেলারি ঃ দেবদাস এ
৮) হাভেরি ঃ গঙ্গাধর বাদিগার
৯) ধারওয়াড় ঃ সারনাবাসভ গোনাভারা
১০) উত্তর কানাড়া ঃ গণপতি বি হেগড়ে
১১) দাভাঙ্গেরে ঃ টিপ্পেস্বামী
১২) চিত্রদুর্গ ঃ কলাবতী এন
১৩) টুমকুর ঃ এস এন স্বামী
১৪) মহীশূর ঃ সুনীল টি আর
১৫) চামারাজানগর ঃ সুমা এস
১৬) বাঙ্গালোর রুরাল ঃ নির্মলা এইচ এল
১৭) ব্যাঙ্গালোর নর্থ ঃ হেমাবতী কে
১৮) ব্যাঙ্গালোর সেন্ট্রাল ঃ শিবপ্রকাশ এইচ পি
১৯) চিকবল্লাপুর ঃ সম্মুগম

● কেরালা ঃ ৮/২০

১) কোঝিকোড় ঃ ডাঃ এম জ্যোতিরাজ
২) চালাকুডি ঃ ডাঃ এম প্রদীপন
৩) এরনাকুলাম ঃ এ ব্রহ্মকুমার
৪) কোট্টায়াম ঃ ভি পি কোচুমন
৫) আলাপ্পুঝা ঃ আর আরজুনান
৬) মাভেলিক্কারা ঃ কে বিমলজি
৭) কোল্লাম ঃ টুইঙ্কল প্রভাকরণ
৮) তিরুবনন্তপুরম ঃ এস মিনি

● হরিয়ানা ঃ ১০/৬

১) কুরুক্ষেত্র ঃ ওমপ্রকাশ শাস্ত্রী
২) হিসার ঃ বিজেন্দর সিং
৩) সোনিপত ঃ বলবীর সিং
৪) রোহতক ঃ জয়করণ মনদওলি
৫) ভিওয়ানি-মহেন্দ্রগড় ঃ রোহতাশ সাইনি
৬) গুরগাঁও ঃ সারওয়ান কুমার গুপ্তা

● মধ্যপ্রদেশ ঃ ২৯/৬

১) গোয়ালিয়র ঃ রচনা আগরওয়াল
২) গুনা শিবপুরী ঃ মনীশ শ্রীবাস্তব
৩) সাগর ঃ রাম অবতার শর্মা
৪) জবলপুর ঃ শচীন জৈন
৫) ভোপাল ঃ মুদিত ভাটনগর
৬) ইন্দোর ঃ অজিত সিং পানওয়ার

● ঝাড়খণ্ড ঃ ১৪/৬

১) গোড্ডা ঃ কালীপদ মুর্মু
২) ধানবাদ ঃ রাজীব তিওয়ারি
৩) রাঁচি ঃ মিন্টু পাসওয়ান
৪) জামশেদপুর ঃ সোনোকা মাহাত
৫) সিংভুম ঃ পানমনি সিং
৬) পালামৌ ঃ মহিন্দ্র বৈথা

● অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ ২৫/৪

১) বিজয়ওয়াড়া ঃ জি ললিতা
২) কারনুল ঃ এম নাগান্না
৩) অনন্তপুর ঃ বি নাগামুত্যালু
৪) হিন্দুপুর ঃ অশোক

● উত্তরপ্রদেশ ঃ ৮০/৫

১) মোরাদাবাদ ঃ ইসলাম আলি
২) কানপুর ঃ বলেন্দ্র কাটিয়ার
৩) প্রতাপগড় ঃ রামকুমার যাদব
৪) ঘোসি-বালিয়া ঃ বিজয় কুমার
৫) জৌনপুর ঃ রাম পেয়ারে

● রাজস্থান ঃ ২৫/১

১) জয়পুর সিটি ঃ কুলদীপ সিং

● গুজরাট ঃ ২৬/২

১) ভদোদরা ঃ তপন দাশগুপ্ত
২) নভসারি ঃ কানুভাই খাদোদিয়া

● মহারাষ্ট্র ঃ ৪৮/২

১) নাগপুর ঃ নারায়ণ চৌধুরী
২) মুম্বাই নর্থ ঃ জয়রাম বিশ্বকর্মা

● তামিলনাড়ু ঃ ৩৯/২

১) চেন্নাই নর্থ ঃ জে সেবাস্টিন
২) মাদুরাই ঃ পি পান্ডিয়ান

● তেলেঙ্গানা ঃ ১৭/২

১) মেডাক ঃ বি শ্রীনিবাস
২) সেকেন্দ্রাবাদ ঃ আর গঙ্গাধর

● উত্তরাখণ্ড ঃ ৫/১

১) গাড়োয়াল ঃ রেশমা পানওয়ার

● ত্রিপুরা ঃ ২/১

১) ত্রিপুরা পশ্চিম ঃ অরুণ ভৌমিক

● ছত্তিশগড় ঃ ১১/১

১) দুরগ ঃ বিশ্বজিৎ হারোড়ে

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

● দিল্লি ঃ ৭/২

১) চাঁদনি চক ঃ ঋতু কৌশিক
২) নর্থ ইস্ট দিল্লি ঃ প্রকাশ দেবী

● আন্দামান-নিকোবর ঃ ১/১

১) আন্দামান ঃ সালামত মণ্ডল

● পুদুচেরি ঃ ১/১

১) পুদুচেরি ঃ পি শঙ্করন

২টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ৩৩টি আসনে প্রার্থী

● অন্ধ্রপ্রদেশ

১) বিজয়ওয়াড়া সেন্ট্রাল ঃ এল হিমভদবতী
২) কুর্নুল ঃ ভি হরিশ কুমার রেড্ডি
৩) তিরুপতি ঃ এল এন লক্ষ্মী
৪) অনন্তপুর-আরবান ঃ ডি রাঘবেন্দ্র
৫) হিন্দুপুর ঃ ভি রবীন্দ্র

● ওড়িশা

১) বিরামিত্রপুর ঃ কামিল তেতে
২) রাজগাঙ্গপুর ঃ লিয়োনেয় তিরকি
৩) আনন্দপুর ঃ নীলকান্ত জেনা
৪) পাটনা ঃ বেনুধর সর্দার
৫) জশিপুর ঃ নীলাম্বর নায়েক
৬) সরসকনা ঃ মধুসূদন নায়েক
৭) বাংরিপসি ঃ সর্দার সিং
৮) করাঙ্গিয়া ঃ বাজুরাম সিধু
৯) ভাণ্ডারিপোখারি ঃ দিগম্বর সোয়াইন
১০) বিনঝারপুর ঃ রাধাভল্লভ মল্লিক
১১) ধর্মশালা ঃ কেদারনাথ সাহু
১২) সুকিন্দা ঃ লিলি মহন্ত
১৩) পাল্লাহারা ঃ পরমানন্দ সাহু
১৪) তালচের ঃ প্রহ্লাদ সাহু
১৫) অনগুল ঃ মন্দোদরী রাউল
১৬) ছেন্দিপদা ঃ ভরত নায়ক
১৭) অথামালিক ঃ রমণীরঞ্জন নায়ক
১৮) বাঁকি ঃ মালবিকী সামল
১৯) বারবাটি কটক ঃ অক্ষয় রাউল
২০) চৌদর কটক ঃ খগেশ্বর শেঠি
২১) কটক সদর ঃ পরমানন্দ শেঠি
২২) জগৎসিংপুর ঃ বসন্ত মল্লিক
২৩) পিপিলি ঃ দীনবন্ধু পরিদা
২৪) রানপুর ঃ কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র
২৫) হিঞ্জিলি ঃ নারায়ণ সাহু
২৬) গোপালপুর ঃ শুভস্মিতা পানিগ্রাহী
২৭) বেরহামপুর ঃ নিমাই সাহু
২৮) কোরাপুট ঃ রাম বারিক

পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী তালিকা আটের পাতায়

জয়নগর বিডিওতে বিক্ষোভ

১১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি) জয়নগর-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে

এলাকার মানুষ বিডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা বন্ধ, আবাস যোজনায় ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ, বিভিন্ন সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে দলবাজি চলছে। এইসব সমস্যার সমাধান এবং অকেজো টিউবওয়েল মেরামত, সমস্ত পাট্টা জমি এলআর রেকর্ড করা সহ বারো দফা দাবিতে প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে ছ'জনের প্রতিনিধি দল বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেয়। বিডিও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী এবং এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, আনসার শেখ, সালামত মোল্লা, সুভাষ জানা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ

তীব্র নিন্দা এআইডিএসও-র

আমেদাবাদে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ছাত্রদের হোস্টেলে ১৬ মার্চ রাতে নামাজ পড়ছিলেন উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ নানা দেশ থেকে আসা ছাত্ররা। বিজেপি শাসিত গুজরাটের একদল দুষ্কৃতী 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে হোস্টেলে ঢুকে তাদের ব্যাপক মারধর করে। বহু ছাত্র আহত হন। দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পুলিশ এলেও আক্রমণ ঠেকানোর কোনও চেষ্টা করেনি। এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার সামিল। বিদেশি ছাত্রদের ওপর এই আক্রমণ দেখিয়ে দিল ভারতে কী মাত্রায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বাতাবরণ বেড়ে চলেছে। সারা বিশ্বের কাছে আজ ভারতের এই ছবি প্রকাশ হয়ে গেল।

এআইডিএসও দুষ্কৃতীদের এবং উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করেছে। আরও দাবি, সমস্ত ছাত্রের নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ডায়মন্ডহারবারে এনআরএলএম কোঅর্ডিনেটরদের জেলা কনভেনশন

১০ মার্চ ডায়মন্ডহারবার কমলা ভবনে অনুষ্ঠিত হল এনআরএলএম প্রকল্পের সঙ্ঘ কো-অর্ডিনেটরদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কনভেনশন। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের অধীন এই প্রকল্পে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে সঙ্ঘ কো-অর্ডিনেটর কাজ করেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পরিচালনা ও হিসাব-নিকাশ দেখাশোনা করার জন্য সরকারি পরীক্ষার মাধ্যমে এই কর্মীদের নিয়োগ করা হলেও এঁদের কোনও নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। মাসিক চার হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও বহু ক্ষেত্রে এই সামান্য টাকাও নিয়মিত দেওয়া হয় না। কো-অর্ডিনেটরদের স্থায়ী নিয়োগপত্র, কর্মীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে বেতন, সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় সুবিধা ও বেতন বৃদ্ধি সহ ১০ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত হয় এই কনভেনশন। উপস্থিত ছিলেন দেড় শতাধিক প্রতিনিধি।

বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মনিরুল ইসলাম ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্যামল প্রামাণিক কনভেনশন থেকে মহুয়া হালদারকে সম্পাদিকা, শীতলা মণ্ডলকে সভাপতি ও রিনা পাত্রকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫৭ জনের 'সঙ্ঘ কো-অর্ডিনেটর কর্মী ইউনিয়ন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা' গঠিত হয়।

নির্বাচনী বন্ড ঃ জনগণের সঙ্গে চরম প্রতারণা

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি যে বিপুল পরিমাণ টাকা ঢেলে জনমতকে প্রভাবিত করে আসছে তা সবাই জানেন। কিন্তু সেই টাকা তো জনগণ তাদের দেয়নি! তা হলে কোথা থেকে সেই টাকা তারা পেল, তা দেশের মানুষের কাছে একটি গুরুতর প্রশ্ন হিসাবে ছিল। নির্বাচনী বন্ড দুর্নীতি সেই প্রশ্নের উত্তরটি প্রকাশ্যে এনেছে। এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী বন্ডের তথ্য থেকে বিজেপির অন্তত ছয় রকম দুর্নীতির কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

১। কুইড প্রো কুও বা লেনা-দেনা পদ্ধতি ঃ

বেশ কিছু কোম্পানি নির্বাচনী বন্ডে দান করেছে এবং তারপরই সরকারের থেকে বিশাল সুবিধা পেয়েছে। যেমন—

ক। মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা। এরা নির্বাচনী বন্ড মারফত দিয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে এপ্রিল, ২০২৩-এ দিয়েছে ১৪০ কোটি এবং মাত্র এক মাস পরেই ১৪,৪০০ কোটি টাকার থানে-বরিভালি টুইন টানেল প্রকল্প হাতে পেয়েছে।

খ। জিন্দাল পাওয়ার। এরা ৭ অক্টোবর ২০২২-এ দিয়েছে ২৫ কোটি টাকা, এবং মাত্র তিন দিন পর ১০ অক্টোবর গারে-পালমা কয়লা খনির বরাত পেয়েছে। এমন আরও আছে।

২। তোলা আদায় পদ্ধতি ঃ

এই কৌশলটি চিরপরিচিত। প্রথমে ইডি-সিবিআই-আইটি-র মাধ্যমে টার্গেট কোম্পানিতে অভিযান চালানো হয়, তারপর কোম্পানি ইলেক্টোরাল বন্ড মারফত অনুদান দেয় নিজেদের বাঁচাতে। দেখা যাচ্ছে, শীর্ষ ৩০ জন দাতার মধ্যে অন্তত ১৪ জনের বিরুদ্ধে এ রকম অভিযান হয়েছে।

ক। হেটেরো ফার্মা এবং যশোদা হাসপাতালের মতো কোম্পানি ইডি-সিবিআই-আইটির ক্রমান্বয় আক্রমণের পর অনেক বার অনুদান দিয়েছে। যতবার হানা, ততবার অনুদান।

খ। আইটি বিভাগ ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শিরডি সাই ইলেক্ট্রিক্যালসে অভিযান চালায়। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তারা নির্বাচনী বন্ডে ৪০ কোটি টাকা দেয়।

গ। ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেলস দিয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তারা সবচেয়ে বড় দাতা। এখানে ঘটনাক্রম এ রকম—

২ এপ্রিল ২০২২ ঃ ইডি ফিউচারে অভিযান চালায়। ৫ দিন পরে (৭ এপ্রিল) তারা দেয় ১০০ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২৩ ঃ আইটি বিভাগ ফিউচারে অভিযান চালায় এবং একই মাসে তারা দেয় ৬৫ কোটি টাকা। এমন উদাহরণ আরও আছে।

৩। কিকব্যাক পদ্ধতি ঃ

তথ্য থেকে আরও একটি নকশা উঠে এসেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা পাওয়ার পরপরই কোম্পানিগুলি নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজানুগ্রহের দাম চুকিয়েছে।

ক। বেদান্ত ঃ ৩ মার্চ ২০২১-এ রাধিকাপুর পশ্চিমে কয়লা খনি পেয়েছিল। পরের মাস এপ্রিলে তাঁরা দিলেন নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকা।

খ। মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা ঃ ২০২০ সালের আগস্টে পেয়েছে ৪৫০০ কোটি টাকার জোজিলা টানেল প্রকল্প। অক্টোবরে জোজিলা বন্ডে দিয়েছে ২০ কোটি টাকা। মেঘা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বিকেসি বুলেট ট্রেনস্টেশনের চুক্তি পায়। একই মাসে ৫৬ কোটি টাকা দেয়। উদাহরণ আরও আছে।

৪। শেল কোম্পানির মাধ্যমে বন্ডে টাকা ঃ

আগে কোম্পানির লাভের একটি ছোট শতাংশই দান করা যেত। ইলেক্টোরাল বন্ড এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দূর করেছে। শেল কোম্পানিগুলির কালো টাকা দান করার পথ প্রশস্ত করেছে। শেল কোম্পানি মানে খোলস কোম্পানি। মানে খোলস আছে, শাঁস নেই। নাম আছে, কিন্তু আসলে কোম্পানিটির কোনও অস্তিত্ব নেই।

এ রকম অনেক সন্দেহজনক ঘটনা পাওয়া গেছে। যেমন, ৪১০ কোটি টাকা দান করেছে কুইক সাপ্লাই চেন লিমিটেড, যার সম্পূর্ণ শেয়ার মূলধন মাত্র ১৩০ কোটি! দানের টাকা যে আসলে অন্য কোনও বৃহৎ পুঁজিমালিক জোগাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

৫। একের নামে অন্যের টাকা দেওয়ার পদ্ধতি ঃ

যেমন, লক্ষ্মীদাস বল্লভদাস মার্চেন্ট। ইনি একাই ২৫ কোটি দিয়েছেন। কোত্থেকে পেলেন? ইনি ব্যবসায়ী নন। লিংকডিনে ফেলে দেখা যাচ্ছে, ইনি রিলায়েন্সের ছটি কোম্পানির ডাইরেক্টর। তা হলে টাকা কি ইনি দিয়েছেন, নাকি আম্বানিরা? এ রকম আরও বহু ধনকুবের রয়েছেন গৌরী সেনের ভূমিকায়।

নির্বাচনী বন্ডের তথ্য বিশ্লেষণ চলতে থাকলে বিজেপির আর্থিক দুর্নীতির এ রকম আরও অনেক প্রকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(সূত্র ঃ রিপোর্টার্স কালেক্টিভ)

সিউড়িতে হকার সম্মেলন

১০ মার্চ এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সিউড়ি শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম সাহিত্য পরিষদ কক্ষে। শতাধিক হকার প্রতিনিধি অংশ নেন। দাবি ওঠে, চল্লিশ শতাংশ হকার প্রতিনিধি নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে, হকারদের পরিচয়পত্র দিতে হবে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ করা চলবে না, আইন অনুযায়ী করোনা অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হকারদের ক্ষতিপূরণ ও ব্যাঙ্কঋণ দিতে হবে, হকারদের উপর পুলিশি জুলুম ও তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। কমরেডস মানস সিংহ ও কল্যাণ মণ্ডলকে সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং সেখ সিদ্দিকীকে সম্পাদক করে ১১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী পরিবহণকর্মীদের আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটল

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আনা নতুন আইন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-তে পরিবহণ আইন পাল্টে দেওয়া হয়। পরিবর্তিত পরিবহণ আইনের ১০৬-এর এক ও দুই ধারা অত্যন্ত নির্মম ও দানবীয়। এতে 'হিট অ্যান্ড রানের' ক্ষেত্রে ড্রাইভারদের ১০ বছর পর্যন্ত জেল এবং বিপুল পরিমাণ জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পুলিশ না আসা পর্যন্ত এবং আহতকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল থেকে চালক কোনও ভাবেই চলে যেতে পারবেন না। এতে গণপিটুনিতে ড্রাইভার এবং তার সহকারীর আহত হওয়া, এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনাও থেকে যায়। ফলে এই আইন জারি হওয়ার পরেই গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে সারা দেশে পরিবহণ শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হন। বিভিন্ন শহরে লরি ধর্মঘট শুরু হয়। বিশেষ করে পণ্য পরিবাহী যান চালকরা এই ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এআইইউটিইউসি সহ পরিবহণ ক্ষেত্রে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির আহ্বানে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সারা দেশে পরিবহণ ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় এআইইউটিইউসি সহ পাঁচটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতিতে এক কনভেনশনের মাধ্যমে ১৬ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৫ মার্চ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়। দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে পরিবহণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও তারই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গে ৫ মার্চের ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে জেলায় জেলায় পরিবহণ কর্মীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও কনভেনশন, প্রচার মিছিল, এবং পথসভায় এই আইনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রবল ক্ষোভের আঁচ পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২৪ ফেব্রুয়ারি গেজেট প্রকাশ করে নতুন আইন প্রত্যাহার করে।

আন্দোলনই যে দাবি আদায়ের রাস্তা, এই জয় আবারও তা প্রমাণ করল। ৩ মার্চ-এর কনভেনশনে ধর্মঘট আপাতত প্রত্যাহার করা হলেও, সরকার কথা না রাখলে বিনা নোটিসেই যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে সারা দেশে পরিবহণ ধর্মঘট শুরু হবে বলে সংগঠনগুলি হুঁশিয়ারি দেয়।

ডায়মন্ডহারবারে দলের কর্মীসভা

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড রামকুমার মণ্ডলের সমর্থনে কর্মীদের নিয়ে এক সাধারণ সভা ১২ মার্চ আমতলায় মণ্ডল ভিলাতে অনুষ্ঠিত হয়। দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সভা পরিচালনা করেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড মাদার নস্কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে নির্বাচনী কর্মীসভা

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নারায়ণ চন্দ্র নায়কের সমর্থনে ১৬ মার্চ মেছেদা বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি হলে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কমল সাঁই সহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

বাঙ্গালোরে পানীয় জলের সঙ্কট আন্দোলনে এসইউসিআই(সি)

এখনও গরম তেমন পড়েনি, অথচ তীব্র জলসঙ্কট শুরু হয়েছে কর্ণাটকের বাঙ্গালোর শহর জুড়ে। জলস্তর নেমে গেছে অনেক নিচে, কুয়োগুলি শুকিয়ে গেছে। যদিও এ সবই সরকারের চোখের সামনে ঘটেছে এবং চাইলে শুরুতেই ব্যবস্থা নিতে পারত, কিন্তু কিছুই করেনি। অর্থবানরা খরচ করে জলের ট্যাঙ্কার জোগাড় করতে পারলেও, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

জল-মাফিয়ারা শহর জুড়ে রাজত্ব করছে। শাসক এবং বিরোধী দলগুলি যখন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে লড়াই করছেন পানীয় জলের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতে।

এস ইউ সি আই (সি)-র বাঙ্গালোর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ মার্চ রাজ্য সরকারের কাছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নিয়ে ক্রমবর্ধমান পানীয় জল-সঙ্কটের সমাধান করার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি করা হয়েছে— ১) জলসঙ্কট আক্রান্ত এলাকাগুলিতে আঞ্চলিক গণকমিটি গড়ে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে, ২) প্রয়োজনে অন্য দফতর থেকে কর্মী-অফিসার নিয়োগ করে সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে, ৩) দ্রুত সরকারি ট্যাঙ্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং দ্রুত আরও জলশোধনাগার স্থাপন করে নাগরিকদের জল পৌঁছে দিতে হবে, ৪) সরকারি জল-বোর্ডের আইন লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

কৃষক আন্দোলনে সংহতি আইনজীবীদের

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের কৃষক সমাজকে এমএসপি চালুর লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন না করার প্রতিবাদে লিগাল সার্ভিস সেন্টার রাজ্য জুড়ে কোর্টগুলিতে সংহতি দিবস পালন করল ১৪ মার্চ। রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দেন আইনজীবীরা। তাতে এমএসপি, সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকের ফসল কেনা, ন্যায্য দামে সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, নয়া বিদ্যুৎ আইন বাতিল এবং অবিলম্বে কৃষকদের সাথে আলোচনায় বসার দাবি জানানো হয়। ছবি ঃ জঙ্গিপুর কোর্ট।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলন

সিএইচজি, টিডি, লিংকম্যানদের মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতন দেওয়া, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার (এভিডি)-দের দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি সহ সারা মাস কাজ, সকল কর্মীদের ন্যূনতম পেনশন, সকল কর্মীকে তিন লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া, কর্মরত কর্মীদের ক্যাডার ভিত্তিক ইউনিফর্ম দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে ১১ মার্চ সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনে ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, শ্রমিক সংগঠন এ আইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা। স্বাস্থ্য আধিকারিক দাবিগুলি শোনেন এবং উপযুক্ত জায়গায় সেগুলি জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

গ্রামীণ ডাক্তারদের সভা মুর্শিদাবাদে

১৮ ফেব্রুয়ারি 'নেতাজি সুভাষ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প' এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার মুর্শিদাবাদ জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন হয় বহরমপুর শহরের ধোপঘাটিতে। এই উপলক্ষে 'বর্তমান জনস্বাস্থ্য ও অসংক্রামক রোগ' নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সামসুল হক।

সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন এম এস সি-র রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। 'স্বাস্থ্য সদন' নামাঙ্কিত ভবনের ফলক উন্মোচন করেন এমএসসি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত এবং স্বাস্থ্য সদনের দ্বারোদঘাটন করেন যথাক্রমে পিএমপিএআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, স্বাগত ভাষণ দেন এমএসসি-র জেলা সম্পাদক ও পিএমপিএআই-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম।

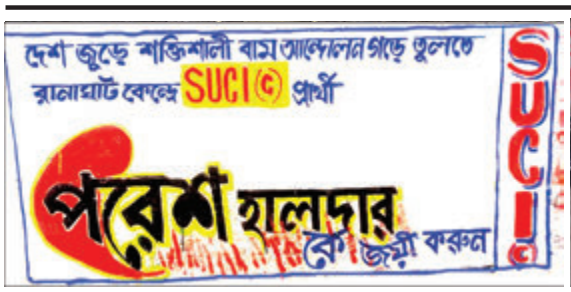

রাজ্য জুড়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন দলের কর্মীরা

সারা দেশে ১৫১টি লোকসভা কেন্দ্রে একক শক্তিতে লড়ছে এসইউসিআই(সি)

একের পাতার পর

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার ও মাসল পাওয়ারের যোগসাজশে গড়ে ওঠা চক্র। এটা ভারতেও ঘটছে।

এই নির্বাচনে একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে 'এনডিএ', আর একদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া'— প্রধানত এই দুটি বুর্জোয়া জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অতীতের ইতিহাস থেকে জানা আছে, দুই পক্ষই ভুরি ভুরি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং টাকার থলি নিয়ে এই নির্বাচনে নামবে। বিজেপির কর্ণধাররা দাবি করছেন তাঁরা ভারতে 'রামরাজত্ব' কায়েম করতে চলেছেন এবং তাঁদের বিগত ১০ বছরের শাসনে দেশের ব্যাপক 'বিকাশ' হয়েছে। 'বিকাশ' হয়েছে এই কথাটা ঠিক, কিন্তু কার 'বিকাশ' ঘটেছে? বিকাশ ঘটেছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির। তারা শ্রমিক শ্রেণিকে, জনগণকে ব্যাপক শোষণ করে বিপুল মুনাফা আগেও লুটেছে এবং আজও লুটছে। যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার এই 'বিকাশ' কিংবা 'উন্নয়ন'-এর মূল কাণ্ডারি বলে তাঁরা দাবি করছেন, তার দুই চালক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই 'ইঞ্জিন'-এর পিছনের কামরায় বসে আছে আম্বানি, আদানি, টাটা, মিত্তাল, জিন্দালদের মতো পুঁজিপতিরা, আর গাড়ির তলায় দলিত, পিষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি দরিদ্র-নিঃস্ব-রিক্ত ভারতবাসী। একদিকে পুঁজিপতি এবং মাল্টিন্যাশনালদের মুনাফার পাহাড় বাড়ছে, অন্য দিকে দেশে কোটি কোটি বেকার, হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে আরও কয়েক কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। শুধু পাইকারি নয়, খুচরো ব্যবসাকেও মাল্টিন্যাশনালরা কুক্ষিগত করছে। বিদ্যুৎ-রেল-তেল-ব্যাঙ্ক-বিমা-ইস্পাত-কয়লা-বন্দর সহ বিভিন্ন সরকারি শিল্পক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের মুনাফাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। মধ্যবিত্তের সংখ্যা নামতে নামতে তলানিতে ঠেকেছে, জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছেই। ট্যাক্সের বোঝাও বাড়ছে।

এই 'রামরাজত্বে' কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে সস্তা দরে অপরিশোধিত তেল কিনে দেশের জনগণকে বহুমূল্যে কিনতে বাধ্য করছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এটাও একটা প্রধান কারণ। সরকার একদিকে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়াচ্ছে, অন্য দিকে পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ঋণ মকুব করছে, তাদের ট্যাক্স কমিয়ে দিচ্ছে। বিজেপি সরকারের পূর্বের যে প্রতিশ্রুতি— বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেককে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেবে, প্রতি বছর দু'কোটি বেকারকে চাকরি দেবে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে, সেই প্রতিশ্রুতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মরণ করানোয় তিনি বলেছেন, এগুলি ইলেকশন-'জুমলা', অর্থাৎ নিছকই কথার কথা। বাস্তবে এদের সব প্রতিশ্রুতিই এ রকম 'জুমলা'। বিদেশে কালো টাকার পাহাড় জমছে কিন্তু তা উদ্ধার করার লেশমাত্র প্রচেষ্টা নেই। বরং সরকার-আশ্রিত কালো টাকার কারবারি এবং কোটি কোটি গরিব দেশবাসীর মুখের রক্ত তোলা সঞ্চয়ের জমানো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে যারা লুট করেছে, তারা নিরাপদে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' এই ঘোষণাও বাস্তবে কার্যকরী হচ্ছে ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করে অন্য দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা ও মন্ত্রীদের নিজের দলে আশ্রয় দেওয়া এবং নিজের দলের দুর্নীতিগ্রস্তদের রক্ষা করার জন্য।

অন্য দিকে, অনাহার এবং বেকারত্বের জ্বালায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যা করছে, অনেকে দিশাহীন হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটছে। লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ খালি থাকা সত্ত্বেও সরকার নিয়োগ না করায় বেকারের সংখ্যা বাড়ছেই। স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে শিল্পগুলিতে এমনকি সরকারি দপ্তরেও চুক্তিতে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ চালু করা হয়েছে যেখানে কোনও নির্দিষ্ট মজুরি নেই এবং কাজের সময়েরও কোনও সীমা নেই। দেশের বেকার সঙ্কট এমন ভয়াবহ যে অনেকে বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে, এমনকি কিছু কোম্পানি রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় যুবকদের পাঠিয়েছে। যে ইজরায়েল প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করছে, হাজার হাজার নরনারী শিশুকে হত্যা করছে, সেই ইজরায়েলে মোদি সরকার কনস্ট্রাকশনের কাজ করার জন্য দেশের যুবকদের পাঠিয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রাম-শহরে অসংখ্য মহিলা দারিদ্রের অসহনীয় জ্বালায় দেহবিক্রির বাজারে নিজেদের পণ্যে পরিণত করছে। নারী পাচারও এ দেশের একটা বিরাট ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার নারী নিখোঁজ হয়ে আছে। এ দেশে, না বিদেশে কোথায় তারা আছে, কেউ জানে না। প্রতিদিন বহু নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিজেপি-শাসিত, 'রাম মন্দির' প্রতিষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ শীর্ষ স্থানে আছে। শিশুরাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শিশুশ্রমিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য। দেশের ভিতরে আনুমানিক ২ কোটি শিশুশ্রমিক কাজ করে। ঋণ শোধ করতে না পেরে এবং ক্ষুধার জ্বালায় লক্ষ লক্ষ কৃষক ও সাধারণ নরনারী আত্মহত্যা করছে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারতের স্থান ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন হয়ে ফুটপাতবাসী। রেললাইনের দু'ধারে ঝুপড়িবাসীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই হচ্ছে বিজেপি শাসিত 'রামরাজত্বের' উন্নয়নের আর একটি চিত্র।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময় কংগ্রেস শাসন করেছে এবং এই কংগ্রেস পুঁজিবাদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদের ভিত রচনা করেছে। পুঁজিবাদের স্বার্থেই ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়, পুঁজিবাদী দল এটা কার্যকর করে। ফলে যে কোনও দল, শুধু জাতীয় বুর্জোয়া দলই নয়, এমনকি আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলও পুঁজিবাদী স্বার্থে ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণ করে। কংগ্রেস যে ফ্যাসিবাদের ভিত গড়েছে, বিজেপি এই ভিতকে আরও পাকাপোক্ত করছে। এই ফ্যাসিবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যে এ দেশের নবজাগরণের যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে প্রমুখ মনীষীরা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মননের সূচনা করেছিলেন, বিজেপি সেই ঐতিহ্য ধূলিসাৎ করে হিন্দুত্বের নামে পুনরায় অতীতের ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক চিন্তা ধ্বংস করে বিজেপি ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ মানসিকতা জাগিয়ে তুলছে যাতে অধ্যাত্মবাদের সাথে কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদী মনন তৈরি করা যায়। এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের নানা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বর্জন করে— প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এইসব আবিষ্কার আছে— এ রকম মিথ্যা দাবি করছে এবং ইতিহাস বিকৃত করছে, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে। অন্য দিকে গরিব শোষিত মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধানো হচ্ছে।

এটা ইতিহাস যে, বিজেপির জনক আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। বরং ব্রিটিশবিরোধী এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে যে স্বাধীনতা আন্দোলন এই ভূখণ্ডে পরিচালিত হয়েছিল, তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'দেশের শত্রু' হিসাবে গণ্য করেছিল আরএসএস-হিন্দু মহাসভা। এই বিজেপির বিচারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপত রাই, বালগঙ্গাধর তিলক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং সহ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং 'দেশের শত্রু'। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এ ভাবে কলঙ্কিত করা কি এ দেশের মানুষ মেনে নেবেন? এ কথাও স্মরণ করা দরকার যে, সেই সময়ে হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরই প্রথম দেশভাগের দাবি তুলেছিলেন।

> **দুঃখের বিষয়, নিছক কিছু সিট পাওয়ার স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই এই কংগ্রেসকেই 'সেকুলার' এবং 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে ইন্ডিয়া জোটে সামিল হয়েছে। অথচ এই সময় যখন দু'টি বুর্জোয়া জোটের গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে সেইসময় শোষিত জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও তীব্রতর করার জন্য প্রয়োজন ছিল সংগ্রামী বাম ঐক্য গঠন করা এবং তার মাধ্যমেই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। আমরা চাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এই পথে এলেন না এবং আমাদের সাথে ছয় পার্টির ঐক্যও ভেঙে দিলেন। এই ঐক্য গঠন করতে পারলে সংগ্রামের পথে পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শক্তির পরিবর্তে বিকল্প সর্বহারার শক্তি গড়ে তোলা যেত।**

চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এঁরা কেউই রামের জন্মভূমিতে বাবরি মসজিদ হয়েছে এই কথা বলেননি এবং তা ধ্বংস করার আহ্বানও জানাননি। এমনকি চার খণ্ড বেদ, ছয় খণ্ড উপনিষদ ও মহাভারতেও রামের কোনও অস্তিত্ব নেই। ... তুলসীদাসের রামায়ণেও এই কথা নেই যে এইভাবে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। নিছক ভোটের স্বার্থে বিজেপি এই মিথ্যা ধুয়া তুলে মসজিদ ধ্বংস করালো এবং রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করল। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই রামমন্দির প্রতিষ্ঠাকে হিন্দুধর্মের অথরিটি বলে পরিচিত বর্তমান চারজন শঙ্করাচার্যও অ-ধর্মীয় আখ্যা দিয়েছেন। তা হলে আরএসএস-বিজেপি কি ধর্মীয় পথে চলছে, নাকি চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মীয় পথে চলেছেন? নিছক 'হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক' তৈরি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি ও সংঘর্ষ বাধানো এবং গণআন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট করার স্বার্থে বিজেপি 'হিন্দুত্ব'-র জিগির তুলেছে।

বিজেপি সরকার গণআন্দোলনগুলি নৃশংসভাবে দমন করছে। দিল্লিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে ৭০০ কৃষককে শহিদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যে যৎসামান্য গণতান্ত্রিক অধিকার, মত প্রকাশের সুযোগ ছিল, তা ধ্বংস করা হচ্ছে। বিজেপি বিরোধিতা বা সমালোচনাকে 'দেশ ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা' আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে গণআন্দোলনের কর্মীদের কারারুদ্ধ করা হচ্ছে, এমনকি সাংবাদিকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বিচার বিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতাকেও খর্ব করে দলীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। প্রশাসনের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে আরএসএস-এর নিজস্ব লোককে বসানো হচ্ছে। সবকিছুই করা হচ্ছে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করার জন্যই।

অন্য দিকে সমগ্র পরিবেশকে বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ার ফলে ভারত সহ সমগ্র বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ এবং হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতের হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে ও উত্তপ্ত হচ্ছে। সেই জল ক্রমশ স্থলভাগকে গ্রাস করছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন এমন হয়েছে যে কোথাও অত্যধিক বৃষ্টি, কোথাও খরা চলছে। গ্রীষ্মকালের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। গোটা ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানীদের বারবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থে ভারত সহ কোনও পুঁজিবাদী দেশই এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আক্রমণ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

ফলে পুঁজিপতিশ্রেণির বিশ্বস্ত দল বিজেপির এই সব জনবিরোধী কার্যকলাপ, ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ, সর্বক্ষেত্রে দলীয় আধিপত্য কায়েম, বিরুদ্ধ মতের কণ্ঠরোধ, উগ্র হিন্দুত্ব, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে আগামী নির্বাচনে অবশ্যই বিজেপিকে পরাস্ত করা দরকার।

অন্য দিকে কংগ্রেসও পুঁজিবাদের আর একটি বিশ্বস্ত দল। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকাকালীন অবাধ পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকেই কার্যকরী করেছে। কংগ্রেস কোনও দিনই সেকুলার ও গণতান্ত্রিক ছিল না। সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস সর্বধর্মসমন্বয়ের নামে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তথা উচ্চবর্ণের হিন্দুধর্মীয় জাতীয়তাবাদের চর্চা করেছিল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসনেও একই জিনিসই ঘটেছে। সেকুলার হিউম্যানিজমের যথার্থ অর্থ হচ্ছে পার্থিব মানবতাবাদ। অর্থাৎ যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্কের সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম থাকবে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হয়ে। এটা কংগ্রেস কোনও দিনই চর্চা করেনি। নেতাজি, ভগৎ সিং, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, নজরুল, সুব্রমনিয়ম ভারতী এই আদর্শের কথাই বলে গেছেন। আবার এই কংগ্রেসই তাদের শাসনে রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামে ও গণআন্দোলনে নির্বিচারে আক্রমণ করেছে, 'জরুরি

সাতের পাতায় দেখুন

সারা দেশে ১৫১টি কেন্দ্রে লড়ছে দল

ছয়ের পাতার পর

অবস্থা' জারি করেছে, 'টাডা', 'মিসা', 'এসমা', 'আফস্পা', 'ইউএপিএ' ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক আইন চালু করেছে। এই আইনগুলিকে বিজেপি আরও কঠোর করেছে এবং আরও কিছু কঠোরতর আইন চালু করছে। ফলে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী এই কংগ্রেস জোটকেও জনগণ সমর্থন করতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, নিছক কিছু সিট পাওয়ার স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই এই কংগ্রেসকেই 'সেকুলার' এবং 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে ইন্ডিয়া জোটে সামিল হয়েছে। অথচ এই সময় যখন দু'টি বুর্জোয়া জোটের গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে সেইসময় শোষিত জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও তীব্রতর করার জন্য প্রয়োজন ছিল সংগ্রামী বাম ঐক্য গঠন করা এবং তার মাধ্যমেই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। আমরা চাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এই পথে এলেন না এবং আমাদের সাথে ছয় পার্টির ঐক্যও ভেঙে দিলেন। এই ঐক্য গঠন করতে পারলে সংগ্রামের পথে পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শক্তির পরিবর্তে বিকল্প সর্বহারার শক্তি গড়ে তোলা যেত। আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিপ্লবী বামপন্থার চর্চা করছে, আর সিপিএম-সিপিআই ভোটের স্বার্থে সংস্কারবাদী বামপন্থার চর্চা করছে। আশা করি

এস ইউ সি আই (সি) বিপ্লবী বামপন্থার চর্চা করছে, আর সিপিএম-সিপিআই ভোটের স্বার্থে সংস্কারবাদী বামপন্থার চর্চা করছে। আশা করি সিপিএম-সিপিআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা এটা ভেবে দেখবেন।

সিপিএম-সিপিআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা এটা ভেবে দেখবেন।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসন অতীতের বামপন্থী আন্দোলনের মর্যাদাকে বিনষ্ট করেছে যার সুযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান ঘটেছে এবং বিজেপিও পশ্চিমবঙ্গে জায়গা করার সুযোগ পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস 'পরিবর্তন'-এর স্লোগান তুলে যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সেটা নিছক তাদের দলীয় শাসন প্রবর্তন করা। অতীতের সিপিএম শাসনের মতোই দলবাজি, গণআন্দোলনের উপরে আক্রমণ, চরম দুর্নীতি, পুলিশ ও প্রশাসনকে কব্জা করে সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করে দলীয় আধিপত্য কায়েম করা, ভোটে জোরজুলুম, সন্ত্রাস— এ সবই চলছে। এ রাজ্য নারীপাচারে ভারতে শীর্ষ স্থানে আছে। সিপিএম আমলে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির নামে যে মদের দোকান খোলা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে তা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, তোলাবাজি, ইভটিজিং, নারীধর্ষণ, এ সব কিছুই অবাধে চলছে এবং যারা এই সব কুকর্ম করছে, সকলেই বেপরোয়া, কারণ তারা জানে সরকারি দলের আশ্রয়ে থাকলে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই। কেন্দ্র যেমন পেট্রল-ডিজেলে ট্যাক্স বসাচ্ছে, এ রাজ্যের সরকারও এগুলির উপর সেস বসাচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের মতোই এ রাজ্যেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

বাস্তবে সব পুঁজিবাদী দেশে এবং আমাদের দেশেও বুর্জোয়া রাজনীতি একদল মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক রাজনৈতিক নেতা সৃষ্টি করেছে। এইসব নেতারা নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির জন্য সংবাদমাধ্যমে ছবি ছাপায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিজেদের ছবি দিয়ে বিশাল বিশাল কাটআউট লাগায়, যেখানে সেখানে নিজের ছবি লাগায়— এ সব না করলে তাদের জনপ্রিয়তা থাকে না। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের এ সব প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সব দলগুলি জানে, আজ মানুষ আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত, ক্ষুধার্ত, ভিখারিপ্রায়। ভোটের সময়ে নানা নামে কিছু খয়রাতি, কিছু সাহায্য দিলে গরিব মানুষের ভোট কেনা যায়। এই জিনিস বারবারই ঘটছে। গরিব মানুষও ঠকছে। কারণ, শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনীতির চর্চা প্রায় নেই এবং এই দলগুলিও সাধারণ মানুষকে রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখতে চায়। যাতে তাদের ঠকাতে সুবিধা হয়, ভোটের সময়ে খবরের কাগজে-টিভিতে হাওয়া তুলে আর কিছু টাকা ছড়িয়ে ভোট আদায় করা যায়।

দেশের জনগণকে এ কথা বুঝতে হবে যে, বর্তমান সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। একদিকে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি, অন্য দিকে কোটি কোটি শোষিত অত্যাচারিত জনগণ— এদের উভয়ের স্বার্থ এক হতে পারে না। পুঁজিপতিদের স্বার্থ— জনগণকে আরও কত শোষণ করা যায়, আর জনগণের একমাত্র স্বার্থ— কী ভাবে শোষণ-অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচা যায়। ফলে রাজনীতিও দু'টি— একটি, পুঁজিবাদী শোষণকে রক্ষা করার রাজনীতি, আরেকটি, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে শোষণ থেকে বাঁচার রাজনীতি। নাম, ঝান্ডা, স্লোগানের পার্থক্য যা-ই থাকুক, অন্যান্য দলগুলির সকলেই পুঁজিবাদের রক্ষক। একমাত্র আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোষিত জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন কেন্দ্রীয় স্তরে ও রাজ্যে রাজ্যে সংগঠিত করে যাচ্ছে এবং করে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য, বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা, যেটা ভোটের দ্বারা সরকার পাল্টে সম্ভব নয়। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে আমরা শুধু দাবি আদায় করার চেষ্টা করি তাই নয়, জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাই।

এই নির্বাচনেও আমরা মার্ক্সবাদ ও সংগ্রামী বামপন্থার আদর্শ বহন করে ১৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মোট ১৫১টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে যথাক্রমে ৫টি ও ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। জনগণকে বিপ্লবী লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে পার্লামেন্টের ভিতরে জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হওয়া, সরকারের আনা জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ তুলে ধরা এবং একই সাথে পার্লামেন্টের বাইরে শোষিত জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) নির্বাচনী সংগ্রামে নেমেছে। আমরা আশা করি, জনগণ আমাদের এই বক্তব্য বিবেচনা করে আমাদের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে শোষিত মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবেন।

জাগরণ

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশে
লক্ষ মানুষ আধপেটা খেয়ে শুতে যায় দিনশেষে।
প্রতিদিন কত হাজার মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে
সে দেশেই এক মালিক দিনে শত কোটি কামাচ্ছে।

সাতাত্তরটা বছর ধরে এই 'দেশসেবা' চলছে
'গরিবি হঠাও' বলেছিল, আজ বিকাশের কথা বলছে।
চাকরি হবে, শিক্ষা হবে ভোটের ইস্তেহারে
ভোট মিটলেই সব দায় চাপে আম জনতার ঘাড়ে।

সবই আছে তবু পাবে না, আসলে ব্যাপার অর্থকরী
তাই, উপচে পড়া শস্যের পাশে চাষির গলায় দড়ি।
মানুষকে ওরা মানুষ ভাবে না,
মনে করে স্রেফ ভোটার
ভোটটা হাতিয়ে বানায় সিঁড়ি সিংহাসনে ওঠার।

এই সব আর চলবে না, শোনো, শ্রমিক প্রশ্ন করছে
পাহাড়প্রমাণ বাধার সামনে চাষি প্রতিরোধ গড়ছে।
হতাশা নেই, হার মানা নেই অন্ধকারের কালোয়
শোষিত মানুষ আবার জাগছে আন্দোলনের আলোয়।

সিএএ চালু

একের পাতার পর

চায়। এই হীন পদক্ষেপকে সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা দরকার। এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

একই সাথে আমরা জোরের সাথে বলতে চাই, আন্তর্জাতিক আইন, নীতি এবং রীতি অনুযায়ী যে কোনও দেশ থেকে অন্য যে কোনও দেশে গিয়ে একজন মানুষ নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও রীতি-নীতি। ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় এ বিষয়ে কোনও ভাবে বিচার্য হতে পারে না। আমরা দৃঢ়ভাবে দাবি জানাচ্ছি, ভারত সরকারকেও নাগরিকত্বের আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে এই নীতিতে স্থির থাকতে হবে।

নির্বাচনী বন্ড

দুয়ের পাতার পর

নির্বাচনী বন্ডে পুঁজিপতিরা ঢেলেছে ১৬,৫১৮ কোটি টাকা। তার অর্ধেক পেয়েছে বিজেপি। বন্ড চালু হওয়ার প্রথম পাঁচ দিনেই বিজেপি ২১০ কোটি টাকা পেয়েছে, কংগ্রেস পেয়েছে ৫ কোটি টাকা। ২০১৯-এর ভোটের মুখে বিজেপি সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে। কংগ্রেস যদিও মোটামুটি ১৭০০ কোটি টাকা পেয়ে তৃণমূলের পরেই আছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে মোট ১,৭১৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৫২৮ কোটি টাকা পেয়েছে ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পরে। এই ঘটনা কী বোঝাচ্ছে? পুঁজিপতিরা সেই দলের পিছনেই টাকা ঢেলেছে ভোটে যাদের তারা জেতাতে চেয়েছে।

নির্বাচনী বন্ড চালুর পরেও বিজেপি কিন্তু নির্বাচনী তহবিল থেকে টাকা নিয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রুডেন্ট তহবিল থেকে তারা ২,২৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ফিউচার গেমিং, মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরাম ইনস্টিটিউট, মিত্তলদের নানা কোম্পানি, ভারতী এয়ারটেল, হলদিয়া এনার্জি, গোয়েঙ্কাদের ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, ডিএলএফ, জিএমআর ইত্যাদিরা বিজেপি সহ নানা রাজ্যের শাসক দলকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। কংগ্রেসের চালু করা নির্বাচনী তহবিল ব্যবস্থাকে পাল্টে কালো টাকার গতি রোধ করবে বলে নির্বাচনী বন্ড এনেছিল বিজেপি। তারা তবে এই তহবিল থেকে টাকা নিয়েছে কেন? আসলে জনগণকে ধোঁকা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

অদ্ভুত একটা সমাপতন এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর মধ্যে যে ৩০টি সংস্থা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছে তাদের ১৪টিই টাকা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, বা আয়কর দপ্তরের তদন্ত শুরু হওয়ার ঠিক পরে। এছাড়া চাঁদা দেওয়ার পরেই কোটি কোটি টাকা সরকারি বরাতের উদাহরণ হিসাবে সংবাদমাধ্যমে নানা কোম্পানির নাম উঠে এসেছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে সিবিআইকে খাঁচার তোতা বলে ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি, আর্থিক তদন্ত সংস্থাগুলির ন্যূনতম স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতার সব চিহ্ন মুছে দিয়ে বিজেপি সরকার এগুলিকে শাসকদলের রাজনৈতিক ফয়দা এবং তোলা আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করতে চাইছে। তাদের সুবিধা হল, বিজেপি বিরোধী বলে পরিচিত সব ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলির নেতারা নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছেনই। বিজেপি সেটাকে ব্যবহার করতে পারছে চাপের কৌশল হিসাবে। মজার ব্যাপার হল, এই দুর্নীতিগ্রস্তরা বিজেপিতে নাম লেখালেই ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের আর দেখা পাওয়া যায় না। বড় বড় মালিকদের বশে রাখার জন্যও বিজেপি একই কৌশল নিচ্ছে। আগে কংগ্রেসও তাই করত। বিজেপির হাতে এর গতি বেড়েছে বহুগুণ।

এর মধ্য দিয়ে শাসক বিজেপির দুর্নীতিই শুধু সামনে এসেছে তা নয়, আর একটা সত্যও প্রকাশ হয়ে গেছে— এস ইউ সি আই (সি) দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে, সংসদীয় দলগুলি পুঁজিপতিদের টাকাতেই চলে এবং নির্বাচনে জিতে তারা এদের স্বার্থই রক্ষা করে, জনগণের স্বার্থ নয়। অর্থাৎ জনগণের ভোটে জিতে ক্ষমতায় গিয়ে এই সব দল পুঁজিপতিদের পলিটিকাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। সেই কথাটাই আজ আরও একবার স্পষ্ট হল।

'পবিত্র সংসদীয় ব্যবস্থা'-র এই হল আসল ক্লেদাক্ত চেহারা। প্রকাশ্যে যে কালো দেখা যাচ্ছে তাতে পর্দার পিছনে থাকা কালোর পরিমাণ ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। এবারের লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দেওয়ার সময় মানুষকে ভাবতে হবে, এই দলগুলোর নীতিহীন ভাবে জোগাড় করা টাকার স্রোত দেখে কি এদের প্রতি আপনার ঘৃণা হবে না? আবারও ভোটের নামে সর্বনাশা জাঁকজমকের জোয়ারে ভাসবেন, না এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের যথার্থ শক্তিকে জয়ী করবেন?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 31 Bengali Weekly March 22, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

শোষণ মুক্তির দিশারি মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণ

১৪ মার্চ মার্ক্স স্মরণদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (ছবি ঃ ডানদিকে)। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে পতাকা উত্তোলন ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠবে কোন পথে

এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে নেপালের বামপন্থী প্রতিনিধিদলের আলোচনা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের গড়ে ওঠার সংগ্রামী ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে লেনিনীয় পদ্ধতিতে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি কী ভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে নেপাল থেকে কমরেড কুমার উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চার জনের এক প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছিলেন। বিহারের মজফফরপুরে এস ইউ সি আই (সি) অফিসে ৯-১১ মার্চ মোট চারটি অধিবেশনে এই সংক্রান্ত নিম্নলিখিত চারটি বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১) আজকের দিনে একটি যথার্থ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে অবশ্যকরণীয় কর্তব্যগুলি কী কী? এ ক্ষেত্রে এসইউসিআই(সি) পার্টির গড়ে ওঠার সংগ্রামী ইতিহাস থেকে কী কী শিক্ষণীয়? ২) ভারতে বর্তমান পরিস্থিতি ও বিভিন্ন বামপন্থী দল ও ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য কী ও তার সাথে এসইউসিআই(সি)-র পার্থক্য কোথায়? ৩) বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তার প্রেক্ষিতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে সমস্যা ও সম্ভাবনা। ৪) নেপালের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও বামপন্থী আন্দোলনের সামনে সমস্যা।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং ও কমরেড দেবাশিস রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। আলোচনায় অংশ নেন নেপালের প্রতিনিধি কমরেড কুমার উপাধ্যায় সহ অন্যরা। উল্লেখ্য, নেপালি ভাষায় প্রকাশিত 'কেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' এই বইটি ধরে গত ৯ মাস অনলাইনে দুই দেশের যৌথ পাক্ষিক গ্রুপ স্টাডি চলছে।

গত ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ন'জনের একটি প্রতিনিধি দল নেপাল থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পর বর্তমানে নেপালে মাওবাদী সহ বিভিন্ন তথাকথিত বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট দলের নেতাদের চূড়ান্ত অধঃপতন ও সংশোধনবাদী আচরণ দেখে একদল সৎ কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন কীভাবে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল তৈরি করা যায়। ক্রমশ আকর্ষণ বাড়ছে মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি। কমরেড শিবদাস ঘোষের বইয়ের পঠন পাঠন ও বিক্রি বাড়ছে। এই আলোচনা সভায় নেপালের প্রতিনিধিরা কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তকের গভীর অনুশীলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এবং সেই অনুযায়ী সংগ্রাম পরিচালনার ভাবনা-চিন্তা করছেন।

বারুইপাড়ায় শিশু-কিশোর শিবির

৯-১০ মার্চ কমসোমল নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা শিবির বারুইপাড়ায় শহিদ আব্দুল ওদুদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ জন শিশু-কিশোরকে নিয়ে দু'দিনের এই শিবিরে খেলাধূলা, পিটি, প্যারেড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর জেলা সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান এবং কমসোমলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড বাপি হালদার।

পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা তুলে ধরে এস ইউ সি আই (সি) ৪২ আসনেই লড়ছে

১। কোচবিহার	ঃ দিলীপ চন্দ্র বর্মন	২২। যাদবপুর	ঃ কল্পনা দত্ত
২। আলিপুরদুয়ার	ঃ চন্দন ওরাওঁ	২৩। কলকাতা দক্ষিণ	ঃ জুবের রব্বানি
৩। জলপাইগুড়ি	ঃ রামপ্রসাদ মণ্ডল	২৪। কলকাতা উত্তর	ঃ ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র
৪। দার্জিলিং	ঃ ডাঃ শাহরিয়ার আলম	২৫। হাওড়া	ঃ উত্তম চ্যাটার্জী
৫। রায়গঞ্জ	ঃ সনাতন দত্ত	২৬। উলুবেড়িয়া	ঃ নিখিল বেরা
৬। বালুরঘাট	ঃ বীরেন মহন্ত	২৭। শ্রীরামপুর	ঃ প্রদ্যুৎ চৌধুরী
৭। মালদহ উত্তর	ঃ কালীচরণ রায়	২৮। হুগলি	ঃ পবন মজুমদার
৮। মালদহ দক্ষিণ	ঃ অংশুধর মণ্ডল	২৯। আরামবাগ	ঃ সুকান্ত পোড়েল
৯। জঙ্গিপুর	ঃ সামিরউদ্দিন	৩০। তমলুক	ঃ নারায়ণ নায়ক
১০। বহরমপুর	ঃ অভিজিৎ মণ্ডল	৩১। কাঁথি	ঃ মানস প্রধান
১১। মুর্শিদাবাদ	ঃ মহাফুজুল আলম	৩২। ঘাটাল	ঃ দীনে মেইকাপ
১২। কৃষ্ণনগর	ঃ ইসমত আরা খাতুন	৩৩। ঝাড়গ্রাম	ঃ সুশীল মান্ডি
১৩। রানাঘাট	ঃ পরেশ হালদার	৩৪। মেদিনীপুর	ঃ অনিন্দিতা জানা
১৪। বনগাঁ	ঃ পতিতপাবন মণ্ডল	৩৫। পুরুলিয়া	ঃ সুস্মিতা মাহাত
১৫। ব্যারাকপুর	ঃ দেবাশীষ ব্যানার্জী	৩৬। বাঁকুড়া	ঃ তারাশঙ্কর গোপ
১৬। দমদম	ঃ বনমালী পণ্ডা	৩৭। বিষ্ণুপুর	ঃ সদানন্দ মণ্ডল
১৭। বারাসাত	ঃ সাধন ঘোষ	৩৮। বর্ধমান পুর্ব	ঃ নির্মল মাজি
১৮। বসিরহাট	ঃ দাউদ গাজি	৩৯। বর্ধমান-দুর্গাপুর	ঃ তসবিরুল ইসলাম
১৯। জয়নগর	ঃ নিরঞ্জন নস্কর	৪০। আসানসোল	ঃ অমর চৌধুরী
২০। মথুরাপুর	ঃ বিশ্বনাথ সরদার	৪১। বোলপুর	ঃ অধ্যাপক বিজয় দোলুই
২১। ডায়মন্ডহারবার	ঃ রামকুমার মণ্ডল	৪২। বীরভূম	ঃ আয়েশা খাতুন

মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলনের জয়

অন্যায়ভাবে মোটরভ্যান আটক ও চালকদের হয়রানির প্রতিবাদে ১৫ মার্চ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ডাকে জেলাশাসক ও পরিবহন দপ্তর ঘেরাও করেন সহস্রাধিক ভ্যানচালক। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, নদিয়া জেলা কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক যথাক্রমে দীপক চৌধুরী, আমির হোসেন ও সুমন প্রামাণিক। বক্তব্য রাখেন পশ্চিবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক ও কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই(সি) প্রার্থী কমরেড ইসমত আরা খাতুন। এআরটিও-কে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং তিনি নিঃশর্তে আটক মোটরভ্যানগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই জয় মোটরভ্যান চালক সহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গণআন্দোলনের প্রতি আস্থাকে আরও দৃঢ় করেছে।

সংগ্রহ করুন

লোকসভা
নির্বাচন উপলক্ষে
প্রকাশিত
পুস্তক

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে বিচার করুন

প্রভাস ঘোষ

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com